रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण
EXTRAORDINARY
বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 10 नई दिल्ली, शुक्रबार, सितम्बर 4, 2020 [भाद्र 13, 1942 शक

No. 10 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020 [BHADRA 13, 1942 (SAKAY)

নং 10 নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২০ [১৩ই ভাদ্র, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ১১ই মার্চ, ২০২০/২১ শে ফাল্গুন, ১৯৪১ (শক)

(১) দি মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর ৩৪),

(২) দি অ্যান্টি অ্যাপারথেইড (ইউনাইটেড নেশন্স কন্‌ভেন্‌শান্) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র ৪৮),

(৩) দি স্টেট এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া (প্রোহিবিশন অফ ইমপ্রপার ইয়ুজ) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫০),

(৪) দি কমিশনস্ ফর প্রোটেক্সন্ অফ্ চাইল্ড রাইট্স্ অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৬-এর ৪),

(৫) দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন্ এজেন্সি অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৮-এর ৩৪),

(৬) দি সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৯-এর ৯),

(৭) দি সেন্ট্রাল গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৬),

(৮) দি ইনটিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৭) এবং

(৯) দি মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ) অ্যাক্ট, ২০১৯ (২০১৯-এর ২০)-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 11th March, 2020/ 21 Phalguna, 1941 (Saka)

(1) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971),

(2) The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981),

(3) The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005),

(4) The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006),

(5) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008),

(6) The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009),

(7) The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (26 of 2017),

(8) The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (27 of 2017) and

(9) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পর্ষদ আইন, ২০০৮

(২০০৯- এর ৯ নং আইন)

[১১ ই মার্চ, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মৌলিক গবেষণার প্রোন্নত করিবার জন্য এবং ঐরূপ গবেষণার নিমিত্ত গবেষণারত ব্যক্তিগণকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, গবেষণা ও উন্নয়ন গবেষণাগারসমূহকে, শিল্প সংস্থাসমূহকে এবং অন্যান্য এজেন্সিকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত একটি পর্ষদ গঠনের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

সংসদ কর্তৃক ভারত সাধারণতন্ত্রের উনষষ্ঠিতম বৎসরে নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পর্ষদ আইন,২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) ‘‘পর্ষদ” বলিতে ৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পর্ষদকে বুঝায়;

(খ) ‘‘চেয়ারপার্সন” বলিতে পর্ষদের চেয়ারপার্সনকে বুঝায়;

(গ) ‘‘তহবিল” বলিতে ১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং লইয়া গবেষণার জন্য গঠিত তহবিলকে বুঝায়;

(ঘ) ‘‘সদস্য” বলিতে পর্ষদের সদস্যকে বুঝায় এবং চেয়ারপার্সনকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঙ) ‘‘তদারকি কমিটি”বলিতে ৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত বিশেষজ্ঞগণের তদারকি কমিটিকে বুঝায়;

(চ) ‘‘বিহিত” বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ছ) ‘‘সচিব” বলিতে ৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত পর্ষদের সচিবকে বুঝায়;

অধ্যায় ২

বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পর্ষদ

পর্ষদের গঠন ও নিগমবদ্ধকরণ।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পর্ষদ নামক একটি পর্ষদ গঠন করিবেন।

(২) পর্ষদ যথাপূর্বোক্ত নামে একটি নিগমিত সংস্থা হইবে, যাহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম এবং সাধারণ শীলমোহর সহ, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংবিদা করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে, মোকদ্দমা করিতে পারিবেন এবং উহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনীত হইতে পারিবে।

(৩) পর্ষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে—চেয়ারপার্সন;

(খ) সদস্য সচিব, পরিকল্পনা আয়োগ, পদাধিকারবলে–সদস্য;

(গ) ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে—সদস্য;

(ঘ) ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে—সদস্য;

(ঙ) ভারত সরকারের ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব পদাধিকারবলে—সদস্য;

(চ) ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের সচিব বা তাঁহার মনোনীতক, পদাধিকারবলে—সদস্য;

(ছ) ভারত সরকারের স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে—সদস্য;

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক তিনজন সদস্য;

(ঝ) সরকারি গবেষণা পরীক্ষাগারসমূহে বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক তিনজন সদস্য;

(ঞ) শিল্পের বিভিন্ন শাখায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রকল্পসমূহে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সরকারি গবেষণা পরীক্ষাগারসমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক চারজন সদস্য;

(৪) পর্ষদের প্রধান কার্যালয় দিল্লিতে অথবা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে হইবে।

(৫) (৩) উপধারার (জ) হইতে (ঞ) পর্যন্ত প্রকরণসমূহে বিনির্দিষ্ট সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, পদের মেয়াদ এবং ভাতাসমূহ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

(৬) চেয়ারপার্সন, পর্ষদের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করা ছাড়াও, যেরূপ বিহিত হইবে বা পর্ষদ কর্তৃক তাঁহাকে প্রত্যভিযোজন করা হইবে, সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ এবং কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৭) পর্ষদের কোন কার্য বা কার্যবাহ শুধুমাত্র—

(ক) পর্ষদে কোন পদশূন্যতা বা পর্ষদের গঠনের কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে,

(খ) পর্ষদের সদস্যরূপে কার্যরত কোন ব্যক্তির নিযুক্তিতে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে,

(গ) বিষয়টি গুণগতভাবে প্রভাবিত করে না পর্ষদের এরূপ কোন পদ্ধতিগত অনিয়মিততার কারণে

অসিদ্ধ হইবে না।

পর্ষদের সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মী।

৪। (১) পর্ষদ, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে পর্ষদের সচিবরূপে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পর্ষদ এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ অন্য আধিকারিকগণ ও কর্মিগণকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) পর্ষদ সচিব এবং অন্য আধিকারিকগণ ও কর্মিগণের বেতন ও ভাতাসমেত চাকরির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, শর্ত ও কড়ারসমূহ পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত প্রনিয়মাবলীতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ হইবে।

(৪) পর্ষদ, তৎকর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে এবং পারিশ্রমিকে দেশের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিবর্গকে পরামর্শদাতা ও পরিদর্শী বিজ্ঞানীরূপে পরিষেবায় ব্যাপৃত করিতে পারিবেন, এবং দেশের মধ্যে তাঁহাদের কার্যকলাপ সহজসাধ্য করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বিশেষজ্ঞগণের তদারকি কমিটি।

৫। (১) এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে পর্ষদ, উহাকে পরামর্শদান ও সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদগণকে লইয়া একটি তদারকি কমিটি গঠন করিবেন।

(২) তদারকি কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :—

(i) একজন বিশিষ্ট ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী— চেয়ারপার্সন;

(ii) ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে— ভাইস্-চেয়ারপার্সন;

(iii) ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমী, ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমী এবং ভারতীয় জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমী-এর সভাপতিগণ, পদাধিকারবলে—সদস্যগণ;

(iv) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক তিনজন ব্যক্তি;

(v) পর্ষদের সচিব, পদাধিকারবলে—সদস্য।

পর্ষদের কমিটিসমূহ।

৬। (১) এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে পর্ষদ, এই আইন অনুযায়ী উহার কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালনের ও কৃত্যাদি সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ কমিটিসমূহ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) পর্ষদের, (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কমিটিতে উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সংখ্যায়, পর্ষদের সদস্য নহেন এরূপ ব্যক্তিগণকে সদস্যরূপে সহযোজন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ঐরূপ সহযোজিত ব্যক্তিগণের কমিটির সভাসমূহে উপস্থিত থাকিবার এবং কমিটির কার্যবাহসমূহে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

পর্ষদের ক্ষমতা ও কৃত্যাদি।

৭। (১) পর্ষদ, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদীয়মান ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় পরিকল্পনা, প্রোন্নতকরণ ও অর্থযোগানের জন্য বহুমুখী গবেষণায় অগ্রণী অর্থসংস্থানের এজেন্সীরূপে কার্য করিবে।

(২) পর্ষদের ক্ষমতাসমূহ ও কৃত্যাদি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে,—

(i) উদীয়মান ক্ষেত্রসমূহ আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিযোগিতামূলক গবেষণার পরিকল্পনা, প্রোন্নতকরণ ও অর্থযোগানের জন্য বহুমুখী গবেষণার অগ্রণী এজেন্সিরূপে কার্য করা;

(ii) তদারকি কমিটি কর্তৃক কৃত সুপারিশ এবং প্রস্তাবসমূহের উপর বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(iii) প্রধান প্রধান আন্তর্বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্র, এবং ব্যক্তিবর্গ, সমষ্টি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণা শুরু করিবার জন্য তাহাদিগকে অর্থপ্রদান করা;

(iv) প্রতিষ্ঠানসমূহ লইয়া বিভিন্ন চিহ্নিত ক্ষেত্রে জাতীয়স্তরে সমন্বয়িত কর্মসূচিসমূহ প্রবর্তন করা, যাহাতে গবেষণা প্রোন্নতকরণের ক্ষেত্রে একটি বর্ধিত প্রভাব থাকিবে;

(v) বিজ্ঞান চর্চায় পরিকাঠামো ও পরিবেশ গঠনে সহায়তা করা;

(vi) বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বুনিয়াদী গবেষণা প্রোন্নত করিবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগারসমূহ এবং শিল্পসংস্থার মধ্যে সংবদ্ধতা সাধন করা;

(vii) নজরদারি ও মূল্যায়নসমেত গবেষণায় দ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপন রীতি গ্রহণ করিয়া একটি ব্যবস্থাপন পদ্ধতির প্রবর্তন করা;

(viii) যেক্ষেত্রে প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয়, সেক্ষেত্রে যৌথ আন্তর্জাতিক পরিকল্পে অংশগ্রহণ প্রবর্তন করা;

(ix) বিদ্যমান বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা পরিষদ প্রকল্প অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রারম্ভকৃত বা অর্থপ্রদত্ত মূল গবেষণা পরিকল্পসমূহ এবং কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা ও বহাল রাখা,

অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৩) পর্ষদ, (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, গবেষণা ও উন্নয়ন গবেষণাগারসমূহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য সংস্থাকে মঞ্জুরী বা ঋণরূপে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৩

আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করিবার আবেদন

আর্থিক সহায়তা পাইবার আবেদন।

৮। (১) ৭ ধারার (১) উপধারা বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা পাইবার জন্য আবেদন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, পর্ষদের নিকট করিতে হইবে।

(২) পর্ষদ, আবেদন পরীক্ষা করিবার পর এবং উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার বা সেরূপ ব্যাখ্যা চাহিবার পর, লিখিত আদেশ দ্বারা, হয় ঐ আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করিবেন কিংবা উহা প্রদানে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৪

অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুদান ও ঋণ।

৯। কেন্দ্রীয় সরকার, এতৎপক্ষে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা যথাযথ উপযোজন কৃত হইবার পর, ঐ সরকার যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ পরিমাণ অর্থ পর্ষদকে অনুদান ও ঋণরূপে প্রদান করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং লইয়া গবেষণার জন্য তহবিল।

১০। (১) বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা তহবিল নামক একটি তহবিল গঠিত হইবে এবং ঐ তহবিলে জমা হইবে,—

(ক) ৯ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পর্ষদকে প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) অন্য যে কোন উৎস হইতে দানসমেত পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সকল অর্থ;

(গ) তহবিল হইতে প্রদত্ত অর্থের পুনরুদ্ধারসমূহ; এবং

(ঘ) তহবিলের অর্থে কৃত বিনিয়োগ হইতে আয়।

(২) ঐ তহবিল—

(ক) এই আইন দ্বারা প্রাধিকৃত উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনসমূহে খরচ;

(খ) পর্ষদের সদস্যগণ, আধিকারিকগণ এবং অন্য কর্মিবৃন্দের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য খরচ;

(গ) পরামর্শদাতা ও পরিদর্শী বিজ্ঞানীগণের পারিশ্রমিকসমূহ; এবং

(ঘ) এই আইন অনুযায়ী পর্ষদের কৃত্যাদি সম্পাদনের খরচ

মিটাইবার জন্য প্রযুক্ত হইবে।

বাজেট।

১১। পর্ষদ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে এবং প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের সেরূপ সময়ে, পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য পর্ষদের প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয় দর্শাইয়া উহার বাজেট প্রস্তুত করিবেন, এবং উহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

বাৎসরিক প্রতিবেদন।

১২। পর্ষদ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে এবং প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের সেরূপ সময়ে, পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরে উহার ক্রিয়াকলাপের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়া উহার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন, এবং উহার একটি প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

হিসাব ও নিরীক্ষা।

১৩। (১) পর্ষদ, সঠিক হিসাব ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিলেখ রাখিবেন এবং ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, হিসাবের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(২) সরকারি হিসাব নিরীক্ষার সহিত যুক্ত যে অধিকার, বিশেষাধিকার ও প্রাধিকার ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের রহিয়াছে, এই আইন অনুযায়ী পর্ষদের হিসাব নিরীক্ষায় মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির ঐরূপ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সেই একই অধিকার, বিশেষাধিকার ও প্রাধিকার থাকিবে এবং বিশেষতঃ, এই আইন অনুযায়ী বহি, হিসাব,সংশ্লিষ্ট প্রমাণক এবং অন্যান্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্র দাখিলীকরণ দাবী করিবার এবং পর্ষদের কোন অফিস পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) পর্ষদের হিসাব প্রতি বৎসর ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে এবং ঐরূপ নিরীক্ষার সহিত সম্পর্কিত কোন নির্বাহিত ব্যয়, পর্ষদ কর্তৃক ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষককে প্রদেয় হইবে।

(৪) পর্ষদ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ তারিখের পূর্বে, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ উহার হিসাবের নিরীক্ষিত প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

বাৎসরিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সংসদের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

১৪। কেন্দ্রীয় সরকার, বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

অধ্যায় ৫

বিবিধ

পর্ষদের নিকট রিটার্ণসমূহ দাখিল করিতে হইবে।

১৫। (১) পর্ষদের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত শিল্পসংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ফরমে এবং সেরূপ সময়ে, পর্ষদের নিকট রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

(২) পর্ষদ, এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন রিটার্ণের যথার্থতা যাচাই করিবার জন্য উহার কোন আধিকারিককে (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন শিল্প সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় পরিদর্শন করণার্থ প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী প্রদান করিবার ক্ষমতা।

১৬। (১) এই আইনের পূর্বগামী বিধানাবলী ক্ষুণ্ণ না করিয়া, পর্ষদ, এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্য এবং কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য, নীতির প্রশ্নে সময় সময় কেন্দ্রীয় সরকার উহাকে লিখিতভাবে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন, সেরূপ নির্দেশাবলী পালনে বাধ্য থাকিবেন :

তবে যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, এই উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ প্রদান করিবার পূর্বে পর্ষদকে উহার অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(২) কোন প্রশ্ন নীতিগত কিনা, তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্ষদকে অধিক্রমণ করিবার ক্ষমতা।

১৭। (১) যদি কোন সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে,—

(ক) গুরুতর জরুরি কারণবশতঃ পর্ষদ এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কৃত্যাদি ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে অপারগ, বা

(খ) পর্ষদ এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালন করিতে অথবা এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কৃত্যাদি ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে নিরবচ্ছিন্নভাবে খেলাপ করিয়াছেন এবং ঐরূপ খেলাপের ফলস্বরূপ পর্ষদের আর্থিক অবস্থার বা প্রশাসনের অবনতি ঘটিয়াছে; বা

(গ) যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাহার জন্য জনস্বার্থে সেরূপ করা আবশ্যক,

তাহাহইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে অনধিক ছয় মাসের সেরূপ সময়সীমার জন্য পর্ষদকে অধিক্রমণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদকে অধিক্রমণের প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর—

(ক) সকল সদস্য, অধিক্রমণের তারিখ হইতেই তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিবেন;

(খ) যে সকল ক্ষমতা, কৃত্য এবং কর্তব্য এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা বা অনুযায়ী পর্ষদ কর্তৃক বা পর্ষদের পক্ষে প্রযুক্ত বা সম্পাদিত হইত তাহা (৩) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদ পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রযুক্ত বা সম্পাদিত হইবে;

(গ) পর্ষদের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তি, (৩) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদ পুনর্গঠিত হওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাইয়া যাইবে।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট অধিক্রমণের সময়সীমা অবসানের পর, কেন্দ্রীয় সরকার নুতনভাবে নিয়োজন দ্বারা পর্ষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তি (২) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়াছিলেন তিনি বা তাঁহারা নিয়োজনের ক্ষেত্রে নির্যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না:

তবে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক্রমণের সময়সীমা অবসানের পূর্বে, যেকোন সময়, এই উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এবং এই ধারা অনুযায়ী গৃহীত কোন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং যে অবস্থায় ঐ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে যতশীঘ্র সম্ভব স্থাপন করাইবেন।

প্রত্যভিযোজন

১৮। পর্ষদ, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, পর্ষদের চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য অথবা কোন আধিকারিককে, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা কিছু থাকিলে, তৎসাপেক্ষে, উহা যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন এই আইন অনুযায়ী উহার সেরূপ ক্ষমতাসমূহ বা কৃত্যাদি (২১ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা ব্যতীত) প্রত্যভিযোজিত করিতে পারিবেন।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণ।

১৯। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়ম বা প্রনিয়মাবলী অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত পর্ষদ বা কোন কমিটি অথবা ঐ পর্ষদ বা কমিটির কোন সদস্য অথবা সরকার বা পর্ষদের কোন আধিকারিক বা কর্মী অথবা কেন্দ্রীয় সরকার বা পর্ষদ কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোনও অভিযুক্তি বা বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

২০। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:—

(ক) ৩ ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদের সদস্যগণের যোগ্যতাবলী ও অভিজ্ঞতা, পদের মেয়াদ ও অন্যান্য ভাতা;

(খ) ৩ ধারার (৬) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারপার্সনের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(গ) ৫ ধারা অনুযায়ী তদারকি কমিটির গঠন;

(ঘ) ৬ ধারার (১) উপধারার অধীন কমিটিসমূহের গঠন;

(ঙ) ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদন পত্রের ফরম;

(চ) যে ফরমে এবং যে সময়ে পর্ষদ ১১ ধারা অনুযায়ী বাজেট এবং ১২ ধারা অনুযায়ী উহার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(ছ) ১৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী হিসাবের বার্ষিক বিবরণের ফরম এবং ঐ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী যে তারিখের পূর্বে ঐ হিসাবের নিরীক্ষিত প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করা যাইবে;

(জ) অন্যান্য যে যে বিষয় বিহিত করিতে হইবে বা করা যাইবে অথবা যে বিষয় সম্পর্কে নিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থা করিতে হইবে বা করা যাইবে।

পর্ষদের প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

২১। (১) পর্ষদ, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব-অনুমোদন সহ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সাধারণভাবে এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য, এই আইন ও নিয়মাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ প্রনিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ে ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:—

(ক) ৪ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পর্ষদের সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীর বেতন এবং ভাতাসমূহ সমেত চাকরির যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতা, শর্ত ও কড়ারসমূহ;

(খ) ১৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে ফরমে এবং যে সময়ে পর্ষদের নিকট রিটার্ণসমূহ দাখিল করা যাইবে।

নিয়ম এবং প্রনিয়মাবলী সংসদের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

২২। এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম ও প্রনিয়ম প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে সর্বমোট ত্রিশ দিনের সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা একসত্রের অথবা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; এবং যদি, পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়ম বা প্রনিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রণীত হওয়া উচিত নহে, তাহাহইলে, ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম, ক্ষেত্রানুযায়ী, তৎপরে শুধুমাত্র ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপ ভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।